Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: খাদিজা আক্তার শিউলি

রোলঃ 23090120142

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: খাদিজা আক্তার শিউলি

রোলঃ 23090120142

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: খাদিজা আক্তার শিউলি, আইডিঃ 23090120142 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোসা: খাদিজা আক্তার শিউলি

আইডিঃ 23090120142

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুূমিকা.....6

ইলম কি 8

ইলম কত প্রকার.....10

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য 11

ইলম অর্জনের গুরুত্ব 12

কুরআনে ইলম অর্জনের গুরুত্ব.....17

ইলম অর্জনের ফজিলত 18

হাদিসে ইলমের ফজিলত 22

ত্বলিবুল ইলমের মর্যাদা 23

টপিকঃ ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত।

ভূমিকা

ইলম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে এক অসীম নিয়ামত আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই হলো اِقْرَاْ – পড়ো। অর্থাৎ ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন–কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহিমাল্লহু বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।

-তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَاب ۝

বল, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা আয–যুমার, ০৯

অপর সূরায় বলেছেন—

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰت ٍ ۝

যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।

সূরা মুজাদালাহ, **১১**

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রহিমাল্লহু সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعملِ

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

হযরত মুআবিয়াহ রদ্বিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন। (বুখারী)

ইলম কি

ইলম একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ জ্ঞান, উপলব্ধি ও অনুধাবন। ইলম একবচন শব্দ। ইলমের বহুবচন হলো– উলমুন।
ইসলামি পরিভাষায় ইলম হল কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা। অপরদিকে ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা ও আত্মসমর্পণ করা।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা রসুল ﷺ এর কাছে সর্বপ্রথম ওহি প্রেরণ করে বলেন, 'ইকরা' অর্থাৎ পড়ো। এই পড়ার দ্বারাই মানুষের জ্ঞান অর্জিত হয়। জ্ঞান এমন একটি বিষয় যা মানুষকে উচ্চাসনে আসীন করতে পারে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন

—قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?'
সুরা যুমার, আয়াত: ৯

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরো বলেছেন—

اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْعِلْمَ دَرَجٰت ٍ

'আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চমর্যাদা।'
সুরা মুজাদালাহ, আয়াত:১১

জ্ঞান অর্জন করার জন্য করতে হয় অনেক কষ্ট, সাধনা, পরিশ্রম। এই জ্ঞান অর্জন করার নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই।

এজন্য বলা হয় 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।'

ইমাম শাফিয়ী রহিমাল্লহু বলতেন–

وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للآجل

‘ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা।’

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রদ্বিআল্লহু‘আনহু বলতেন,

ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله

‘বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার ভয়ের নাম।’

রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন— আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।’ (বুখারি ও মুসলিম)

ইলম কত প্রকার

ইলম প্রথমত দুই প্রকার, যথা—

১. ইলমুদ দুনিয়া তথা দুনিয়াবি জ্ঞান
২. ইলমুদ দ্বীন তথা দ্বীনি জ্ঞান।

ইলমুদ দ্বীন আবার দুই প্রকার যথা—

১. ইলমুল মাবাদি তথা যার ওপর ইলমে দ্বীন নির্ভরশীল।
২. ইলমুল মাকাসিদ বা ইলমুস শাররিয়াহ

- ইলমুল দুনিয়া (দুনিয়াবি ইলম)
- ইলমুল দ্বীন (দ্বীনি ইলম)

দুনিয়াবি ইলম: দুনিয়াবি ইলম বলতে পার্থিব উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞানকে বোঝায়। যেমন-গণিত, বিজ্ঞান, ইংরেজি ইত্যাদি।

দ্বীনি ইলম: দ্বীনি ইলম বলতে সাধারণত ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়। যেমন– কুরআন, হাদিস, ফিক্বহ, আকিদা, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান।

এছাড়াও ইলমকে আরও ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

- উপকারী ইলম
- অপকারী ইলম

উপাকারী ইলম: যে জ্ঞান ইহকাল ও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসে।

অপকারী ইলম: যে জ্ঞান মানুষের কোনো কল্যাণে আসে না বরং যার দ্বারা ইহকাল ও পরকালে অকল্যাণ সাধিত হয়।

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য

ইলম অর্জন করতে ভালো এবং নেক উদ্দেশ্যে। যেমন:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন: ইলম অর্জনের প্রধান এবং এক নম্বর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করা।

সঠিক পথনির্দেশনা লাভ: জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জীবন ও জীবনের সব বিষয়ে সঠিক পথনির্দেশনা পাওয়া যায়।

জান্নাতের পথ সুগম করা: যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি জানা: ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো, যেমন অজু, গোসল, নামাজ, রোজার জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।

পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ লাভ: দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতি সাধনে সহায়ক জ্ঞান অর্জন করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

অজ্ঞতা দূর করা: নিজেকে এবং অন্যদের অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দেওয়াও ইলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

আলেম ও জ্ঞানীদের সম্মান করা: ইলম অর্জনের মাধ্যমে আলেম ও জ্ঞানীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো যায়।

উম্মাহ'র খেদমতে: নিজে দ্বিন শেখা এবং এই উম্মাহকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হলে ইলম অর্জন করা আবশ্যিক।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনুল কারীমের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনুল কারীমের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।
সূরা আন– নাহল, আয়াত: ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।
সূরা জুমুআ'হ, আয়াত: ০২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্'র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে রসূল ﷺ আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দরবারে অভিযোগ করে না বলেন–

يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল।
সূরা ফুরকান, আয়াত: ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিদ্বির আলাইহিস সালাম এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম খিদ্বির আলাইহিস সালামকে বললেন–

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হিদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে।
সূরা কাহাফ, আয়াত: ৬৬

হযরত মূসা ও খিদির আইহিস সালামুনের ঘটনা সবিস্তারে কুরআনুল কারীমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান।
কুরআনুল কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর নবীকে দু'আ শিখিয়েছেন–

رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا

হে আমার রব্ব, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও।
সূরা আত-ত্ব-হা, আয়াত: ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রহিমাল্লাহু বলেন– ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দু'আ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনুল কারীমে নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দু'আ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেন–

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ
মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়।
সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১২২

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিঁনি ইরশাদ করেন–

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয়।

আল্লাহর কসম! হয়তো তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিবো।

–আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া।

ফরজে আ'ঈন: ফরজে আ'ঈন বলা হয় সেই ইলমকে, যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।

–মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪
ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

ফরজে কেফায়া: ফরজে কেফায়া বলা হয় সেই ইলমকে, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা এবং মনে না করা, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে।

শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

কুরআনে ইলম অর্জনের গুরুত্ব

১.১ প্রথম ওহি এবং জ্ঞান

“পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।”
সূরা আল-আলাক, আয়ত: **১–৫**

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন—ইলম ও শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতি সত্যের দিকে অগ্রসর হয়।

১.২ **আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জ্ঞানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।**

“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং জ্ঞান অর্জন করেছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।”
সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: **১১**

এই আয়াত থেকে জামহুর উলামা বলেন—ইলমধারী আলেমদের সম্মান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত।

১.৩ **আল্লাহর ভয় কেবল আলেমরাই যথার্থভাবে করেন।**

“আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয় করে কেবল আলেমগণ।”
সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮

ইমাম ইবন কাসীর (তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা ফাতির: ২৮, পৃষ্ঠা **১**২৪**১**) বলেন: “জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর সত্যিকারের ভয় অর্জিত হয় না।”

ইলম অর্জনের ফজিলত

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আ'লাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।
সূরা আল–আলাক, আয়াত: ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?
সূরা আয–যুমার, আয়াত:০৯

কুরআনুল কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।
সূরা মুজাদালাহ, আয়াত: ১১

রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّينِ

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন।
সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১
সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১০৩৭

আরো ইরশাদ করেছেন–

لاَ حَسَدَ إِلّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না।

এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে।

দুই. যাকে দ্বীনি জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়।
সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭৩
সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮১৬

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রদ্বিআল্লাহু বলেন– আমি নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, ত্বলিবুল ইলমকে মারহাবা।

নিশ্চয়ই ত্বলিবুল ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে।

আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস: ৭৩৪৭
মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস: ৫৫০

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহ'র রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহ'র রাস্তায় বের হলো।
জামে তিরিমিযী, হাদীস: ২৬৪৭

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে–

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلّا لِخَيْرٍ يَتَعَلّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসলো শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ'র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস:২২৭ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৯৪১৯

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে।
১. স্বদকায়ে জারিয়া।

২. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়।
৩. নেক সন্তান। যে তার জন্য দু'আ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস: **১৬৩১**

আরো ইরশাদ হয়েছে– তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।
সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫০২৭

নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রদ্বিআল্লাহু আনহু কে সম্বোধন করে বলেছেন– হে আবু জর! কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশো রাকাআত নফল স্বলাত পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাআত নফল স্বলাত পড়ার চেয়েও উত্তম।
চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক।
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২১৯

দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিসে ইলমের ফজিলত

২.১ **ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।**

রসূল ﷺ বলেন–
"ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।"
— সুন্নান ইবন মাজাহ, বই: সুন্নাহ অধ্যায়, হাদিস: ২২৪, পৃষ্ঠা: ৫৬

ইমাম নববী রহিমাল্লহু বলেন– "এখানে ফরজ বলতে ফরজে আ'ঈন ও ফরজ কেফায়া উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।"
আল-মাজমু', ভলিউম ১, পৃ. ২৩

২.২ **ইলমের পথে চলা জান্নাতের পথ সহজ করে।**
"যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"
সহিহ মুসলিম, কিতাবুল জিকর, হাদিস:২৬৯৯, পৃষ্ঠা: ১২৫৪

২.৩ **ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্য দোয়া করেন।**
"ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের জন্য দোয়া করে এবং তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়।"
সুনান আত-তিরমিযি, কিতাবুল ইলম, হাদিস: ২৬৮২ পৃষ্ঠা: ৫৮৪

২.৪ **ইলম রেখে যাওয়া হলো প্রকৃত স্বদাকায়ে জারিয়াহ।**
"মানুষ মারা গেলে তিনটি ব্যতীত সব কর্ম বন্ধ হয়ে যায়—
(১) স্বদাকায়ে জারিয়া,
(২) উপকারী ইলম,
(৩) নেক সন্তান।"
— সহিহ মুসলিম, কিতাবুল উইল, হাদিস: ১৬৩১, পৃষ্ঠা: ৭৪২

ত্বলিবুল ইলমের মর্যাদা

ইলম অন্বেষণকারীকে হাদিসের ভাষায় বলা হয় 'ত্বলিবুল ইলম'।

পরিভাষায়— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য রসুল ﷺ এর দেখানো তরিকায় জ্ঞান অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তাকে ত্বলিবুল ইলম বলা হয়।'

ত্বলিবুল ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে অনেক আয়াত এসেছে। ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ'র বিশেষ অনুগ্রহ। কেউ চাইলেই ইলমের উত্তরাধিকার হতে পারে না। পারে না ইলম অন্বেষণকারী বা ত্বলিবুল ইলম হতে। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বাছাইয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকেই ইলমের জন্য মনোনীত করেন, যার জীবন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দিয়ে ভরপুর করে দিতে চান।

বুখারির বর্ণনায় রসুল ﷺ বলেছেন— 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সঠিক ইলম দান করেন।' (বুখারি, হাদিস: ৭১)

ত্বলিবুল ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে অন্য হাদিসে এসেছে– রসুল ﷺ বলেছেন– 'ত্বলিবুল ইলমের জন্য সব কিছুই ইস্তিগফার করে। এমনকি আকাশের তারা, সমুদ্রের মাছও তার জন্য ক্ষমা চায়।' (মুসনাদে আবি ইয়ালা: ২/২৬০)

ইলম অন্বেষণকারীর পায়ের নিচে নুরের পাখা বিছিয়ে দেওয়া হয়। সাফওয়ান রদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলাম। তখন তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসুল ﷺ আমি এসেছি ইলম অর্জনের জন্য। তিনি বললেন, 'ত্বলিবুল ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয়ই ত্বলিবুল ইলমকে ফেরেশতারা ঘিরে রাখে এবং তাদের ডানা দিয়ে ছায়া দিতে থাকে। এরপর তারা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তারা ত্বলিবুল ইলমের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য করে।'
(তাবারানি কাবির, হাদিস: ৭৩৪৭; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস: ৫৫০)

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে— রসুল ﷺ বলেছেন, ‘অবশ্যই ফেরেশতারা ত্বলিবুল ইলমকে ভালোবাসে। তারা যখন রাস্তায় চলে ফেরেশতারা নিজের পাখা বিছিয়ে দেয়। ত্বলিবুল ইলমের জন্য সৃষ্টিকুলের সব কিছু দু‘আ করতে থাকে। এমনকি আকাশের তারা, সমুদ্রের মাছ তাদের জন্য দোয়া করে।’ (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২১৭১৫; জামে তিরমিজি,
হাদিস: ২৬৮২)

মহান আল্লাহ আমাদের ইলম বৃদ্ধি করে দিন। আমিন।

ত্বলিবুল ইলমের গুণাবলি

ইলম অর্জনকারীর প্রধান গুণ হলো জ্ঞানকে উত্তম নৈতিক গুণাবলী, যেমন - নম্রতা ও ধৈর্য, দিয়ে চর্চা করা। একজন ইলম অর্জনকারীকে অবশ্যই কোমলতা অবলম্বন করতে হবে, আদব বজায় রাখতে হবে। কারণ সব জ্ঞান একসাথে অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। জ্ঞান যত বেশি হয়, মানুষ তত উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয় এবং এর মাধ্যমে সে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে শেখে।

ইলম অর্জনকারীর গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি:
নম্রতা: ইলম অর্জনের পথে কোমলতা ও নম্রতা একটি অপরিহার্য গুণ।

ধৈর্য: একসাথে সব জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করলে তা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে ধাপে ধাপে ইলম অর্জন করতে হয়।

উন্নত চরিত্র: জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, মানুষের চরিত্র তত উন্নত হয় এবং সে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

উত্তম চরিত্র: ইলম অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং পূর্ণতা অর্জন করতে পারে।

কল্যাণ ও অকল্যাণ পার্থক্য করার ক্ষমতা: ইলম মানুষকে ভালো ও মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে এবং সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করে।

অনুশীলন: জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তা অনুশীলন করাও জরুরি, যা তাকে আরও বেশি উপকারী করে তোলে।

উস্তাদদের সম্মান করা: একজন ত্বলিবুল ইলমের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলি হলো– উস্তাদদের সাথে আদব বজায় রেখে কথা। কোনো কিছু জানার থাকলে, আদবের সহিত তা জিগ্যেস করা। ক্লাসে প্রবেশ করা, এবং বের হওয়ার সময় উস্তাদদের অনুমতি নেওয়া। উস্তাদগণ ক্লাসে যা পড়াচ্ছেন, তা মনোযোগ দিয়ে শুনা।

ইলম অর্জনের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যাত করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়্যাত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যও সূচিত হয় এই নিয়্যাতের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়্যাত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে।

আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়্যাতকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালিস নিয়্যাতের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহ'র দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়্যাতের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়্যাতের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহ'র রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا

আল্লাহ'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনি ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।
মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ৮৪৫৭
সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহ'র রসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।
সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রহিমাল্লহু বলেন–

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই। যদি অন্বেষণকারীর নিয়্যাত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে।
-আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়্যাত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের

সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ‘র কালাম ও তাঁর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভূত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করবো এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করবো।

দ্বীনি ইলম শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা।
দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা।
এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে, সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহ‘র রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে।

সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহিমাল্লহু বলেন–

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُفِ

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনুল কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।
সূরা আন– নাহল, আয়াত: ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাত্ববী রহিমাল্লহু তাঁর ‘আলমুআফাকাত’ গ্রন্থে লিখেছেন–

قالوا إنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাত্ববী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহিমাল্লহু বলেন–

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলম অর্জনের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিআল্লহু আনহু বলেন-

إِنّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتّعَلّمِ

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিআল্লহু আনহু–কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ

অধিক জিজ্ঞাসাকারীর যবানও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে।
ফাযাইলুস সাহাবাহ,২/৯৭০;
আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিআল্লহু আনহু'র ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী

স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চলো আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতো, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেতো না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হতো যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেতো। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, হায় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলতো–

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল।
সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা‘দ ২/২৮৪

সুতরাং, ইলম অর্জনের জন্য আমাদেরও অনেক মেহনত করতে হবে। মেহনত ছাড়া ইলম অর্জন করা যায়না। ইলম অর্জনের আমাদের যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন, আমাদের সেখানেই যেতে হবে। শুধুমাত্র ঘরে বসে থেকেই ইলম অর্জন করা যাবে না।

উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রহিমাল্লহু বলেন– আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালিক রহিমাল্লহু বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْهُ

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮
সুতরাং, আমাদেরকেও উস্তাদগণের সাহচর্যে থাকতে হবে। উস্তাদগণের সাহচর্যে থেকে যে ইলম ও আদব শেখা যায়, তা দূরে থেকে বা বই থেকে শেখা যায় না।

কানায়াত বর্জন

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের 'কানাআত' বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না-

১. ইলম-লোভী,
২. দুনিয়ালোভী।

-মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রহিমাল্লহু বলেন–

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।
সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রদ্বিআল্লহু আনহা আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না।
সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খিদ্বির আলাইহিস সালাম -এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য ও আদব

ইলম অর্জন শুধু মুখস্থ করা নয়; বরং কয়েকটি উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে হবে—

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
- নিজেকে সংশোধন করা
- উম্মাহকে উপকার করা
- সুন্নাহকে জীবিত রাখা

আদবসমূহ

- আল্লাহর জন্য খাঁটি নিয়্যাত করা
- গর্ব-অহংকার থেকে বিরত থাকা
- আলেমদের সম্মান করা
- ইলমের ওপর আমল করা
- বিনয়ী হয়ে ইলম অর্জন করা

চার ইমাম বসম্মতভাবে বলেছেন: “ইলম যে পরিমাণই হোক, আমল ছাড়া তা অসম্পূর্ণ।”

ইলম অর্জনে আল্লাহর উৎসাহ

মানুষ ইলম অর্জন করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং নিজেদের মাঝে ইলম প্রচার করবে এটাই আল্লাহ‘র দাবী। আর এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْن ۝

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।

সূরা আত-তাওবা, ১২২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা আরও বলেন—

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم ۝

তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

সূরা আল-আ‘লাক, ০৫

ইলমের ধারক-বাহকগনকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকির আলামত। আলেম ও ত্বলিবুল ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ

সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ
ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রহিমাল্লহু বলেন– আবু দারদা ও ইবনে মাসউদ রদ্বিআল্লহু আনহুম বলেন– كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنِ الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রহিমাল্লহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বিদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

شَهِدَ اللهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও ‘উলুল ইলম’ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ।
সূরা আলে–ইমরান, আয়াত: ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রহিমাল্লহু বলেন, ‘উলুল ইলম’ দ্বারা উদ্দেশ্য-

جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনদের আলেমগণ।

ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রহিমাল্লহু সুদ্দী রহিমালহুর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا

নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।
সহীহ বুখারী, হাদীস: ১০০
সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রদ্বিআল্লহু আনহু বর্ণনা করেন, নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হলো। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়।
জামে তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাসের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ২২৩ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২১৭১৫ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৬৪১

হযরত আনাস রদ্বিআল্লহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহ‘র রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহ‘র রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلّكَ تُرْزَقُ بِهِ

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস:২৩৪৫

হাদীস শরীফে আল্লাহ‘র রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও ত্বলিবুল ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتّى الْحِيتَان فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ ত্বলিবুল ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির

নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন।
মুসনাদে আহমাদ, হাদীস: ২১৭১৫ জামে তিরমিযী, হাদীস: ২৬৮২, ২৬৮৫
ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

দ্র. কেউ কেউ এই হাদীসের-"لتضع أجنحتها" -এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'ত্বলিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ করা।' মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে। (মাআলিমুস সুনান ৪/১৮৩; মেরকাতুল মাফাতীহ ১/২৯৬ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনি ইলম অর্জনের তাওফীক দিন।

সোর্স

- গুগল ক্রোম
- মাসিক আল-কাউসার
- কুরআনুল কারীম
- মাসিক আত-তাহরীক
- ফেসবুক
- অন্যান্য

Tab 2

Tab 3